প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

চারু ও কারুকলা

অধিবেশন নং-১

অধিবেশনের শিরোনামঃ **চারু ও কারুকলা বিষয়ের শিক্ষাক্রম পরিচিতি**

সময়ঃ ৪৫ মিনিট

ভূমিকাঃ

প্রাথমিক শিক্ষায় চারু ও কারুকলা একটি আবশ্যিক বিষয়। এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক নেই। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে চারু ও কারুকলা বিষয়ে ১৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। তার উপর ভিত্তি করে বিস্তৃত শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়

উদ্দেশ্যঃ

১. চারু ও কারুকলা বিষয়ের প্রান্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা **জানা ও ব্যাখ্যা করতে পারা |**

২ . শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে শিখনফল, বিষয়বস্তু ও পরিকল্পিত কাজের **ব্যাখ্যা করতে পারা**

উপকরণঃ তথ্যপত্র,কারিকুলাম, পোস্টার পেপার, মার্কার, হোয়াইটবোর্ড, ফ্লিপচার্ট, গ্লু স্টিক, মাস্কিন টেপ,মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

কাজ-১ চারু ও কারুকলা বিষয়ের প্রান্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা **ব্যাখ্যা করা |(১৫ মিনিট)**

সহায়কের কাজ : গানের মাধ্যমে আনন্দঘন পরিবেশ **সৃস্টি করে মাল্টি মিডিয়াতে** চারু ও কারুকলা বিষয়ের প্রান্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা প্রর্দশন করুন।তথ্যপত্র -১ ্উপস্থাপন করে প্রয়োজনে ব্যাখ্যা দিন। আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পস্ট করুন।

কাজ-২ শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগি যোগ্যতার আলোকে শিখনফল, বিষয়বস্তু ও পরিকল্পিত কাজের **ব্যাখ্যা করা।(৩০ মিনিট)**

সহায়কের কাজ : একটি এনিমেটেড কার্টুন ছবির ভিডিও (১মিনিট) প্রদর্শন করে অংশগ্রহনকারিগনকে পাঁচটি দলে ভাগ করুন।প্রত্যেক দলকে বিস্তৃত শিক্ষাক্রম ও পোস্টার পেপার, মার্কার পেন/সাইন পেন প্রদান করুন। পাঁচটি দলে পাঁচ শ্রেণির বিস্তৃত শিক্ষাক্রম পড়ে,আলোচনা করে তিনটি করে শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বিস্তরন পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। প্রত্যেক দলকে সময় সম্পর্কে অবগত করুন। দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষে প্লেনারি আলোচনার মাধ্যমে ধারনা সুস্পষ্ট করুন।

তথ্যপত্র-১ (প্রথম অধিবেশনের জন্য)

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে চারু ও কারুকলা বিষয়ে নতুন ভাবে অন্তর্ভূক্ত সংযোজিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

ভূমিকা : প্রতিটি শিশুই নিজের পরিবেশে প্রকৃতির আলো, বাতাস, রূপ, রস ও গন্ধ ইত্যাদির মধ্যে বেড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সে তার চারপাশের জগৎ ও বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বিভিন্নব বিষয়ের প্রতি তার ভালবাসা জন্মায়। এই ভালবাসা থেকেই সে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তার পরিবেশের মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা, নদী-নালা ইত্যাদিসহ প্রকৃতির সৌন্দর্যের সমারোহ উপভোগ করে। এভাবে শিশু কল্পনা করতে ভালবাসে, স্বপড়ব দেখতে ভালবাসে। তার মধ্যে ধীরে ধীরে সৃজনশীলতা এমনভাবে তৈরি হতে থাকে যে তার হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে সে আঁচড় কাটে, বিভিন্নব জিনিস নেড়ে চেড়ে দেখে, কখনো কখনো ভাঙচুর করে; এইভাবে বস্তুর যে বিভিন্নব রূপ হতে থাকে তা দেখে সে সৃষ্টির আনন্দে নেচে ওঠে, মজা পায়।
এই শিশুদেরকে আমরা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, পরিশীলিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এই লক্ষ্য নিয়ে শিশুকে সৃজনশীল ও সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য বেশ কিছু বিষয়ের উপর আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।
অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে চারু ও কারুকলা বিষয়টি সারা বিশ্বেই শিশু শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পিত ও আবশ্যিক বিষয় হিসেবে প্রয়োজন রয়েছে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে চারু ওকারুকলা বিষয়ে নতুন ভাবে আন্তর্ভূক্ত সংযোজিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

- প্রথম ওদ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রচলিত শিক্ষাক্রমে শিখনফল ও পরিকল্পিত কাজ ছিলনা। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে সম্পূর্ণভাবে নতুন করে লেখা হয়েছে।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমে প্রান্তিক যোগ্যতা ছিল ১৫ (পনের) টি ,বর্তমানে তা সমন্বিতভাবে
- ১৩ (তের) টি করা হয়েছে।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমে পরিকল্পিত কাজ ছিল শিক্ষকের কাজ হিসেবে, বর্তমানে তা শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- অঙ্কনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃযটি করা হয়েছে।
- হাতের লেখা সুন্দর করার প্রতি গুরত্ব আরপ করা হয়েছে।
- শিখনফলে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
- অর্জন-উপযগী যোগ্যতা শ্রেণি অনুযায়ী বিন্যাস করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ বৃদ্ধির লক্ষে শিখার্থীদের আগ্রহী করে তোলার সুযোগ রাখা হয়েছে।
- দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
- শিক্ষক, লেখক, অঙ্কনশিল্পীদের জন্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে

তুলনামূলক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

শ্রেণি	পূর্বের শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বর্তমানে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
প্রথম	১৮	১২
দ্বিতীয়	১৮	১১
তৃতীয়	১৬	১৪
চতুর্থ	১৬	১৬
পঞ্চম	১৮	১৪

বর্তমান শিক্ষাক্রমের পরিবর্তিত ও সংযোজিত শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ

প্রথম শ্রেণি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	
২.১	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতায় পূর্বে বিষয়বস্তু নির্ধারিত ছিল, বর্তমানে শিশুর ইচ্ছা ও কল্পনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।
৪.১	বর্ণ বড় করে লেখার জন্য বলা হয়েছে।
৬.১	মৌলিক রঙ চেনা ওব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।
৬.২	দ্বিতীয় স্তরের রঙ তৈরির কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণি

	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা
১.১	পূবের চেয়ে বিস্তৃত আকারে লেখা হয়েছে।
২.১	বর্তমানে বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিশুকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।
৩.১	শিশু নিজের পরিবেশ থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করে ছবি আঁকবে।
৪.১	বর্তমানে সঠিক পদ্ধতিতে বাংলা ও ইংরেজি লেখার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেনি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন- উপযোগী যোগ্যতা	
১.১	বিস্তৃতভাবে লেখা হয়েছে।
৩.১	বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা আছে।(সংযোজন)
৪.১	স্বাভাবিক লেখাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
৫.১	ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, বৃত্ত সাজানো (সংযোজন)।
৬.১	বিষয়বস্তু উন্মুক্ত, মৌকিক রঙ ও যৌগিক রঙের ব্যবহার আছে।

চতুর্থ শ্রেণি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	
৩.২	শিশুর দেখা বিভিন্ন দর্শণীয় স্থানের ছবি দেখা।
৪.১	সরু মাঝারি মোট এবং বেশ মোটা বিভিন্ন মাপের কলম দিয়ে লেখা শেখা।
৯.২	কাগজ কেটে বর্ণমালা বা লেখা তৈরি করা ।
১৩.১	আধুনিক প্রযুক্তিতে ছবি আঁকা ।

পঞ্চম শ্রেণি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	
১.১	বিস্তৃতভাবে দেয়া আছে।
২.১	বিষয়বস্তু নির্ধারণে ভাষা আন্দলন ও মুক্তিযুদ্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
৩.১	দৃশ্য, শিশুর প্রিয় খেলা, বিভিন্ন উতসব বুদ্ধি খাটিয়ে আঁকতে পারবে।
৪.১	বাংলা, ইংরেজি, সংখ্যা ইত্যাদি বর্ণ ওচিনহকে বিভিন্ন নকশার আদলে লিখতে পারবে।
৪.২	সাদা কালোতে নকশা তৈরি।
৬.১	শিশু তার ইচ্ছেমত যেসব ছবি আঁকবে তাতে মৌলিক ওমিশ্রিত রংগুলো বৈশিষ্ট্য চিনতে শেখা।
৯.১	রঙ্গিন কাপড় সংযোজন।
১৩.১	আধুনিক প্রযুক্তিতে ছবি আঁকা, রঙ করা ও প্রিন্ট নেয়া।

শিরোনামঃ চারু ও কারুকলা বিষয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক নির্দেশিকার পরিচিতি

সময়ঃ ৪৫ মিনিট
উদ্দেশ্যঃ

১. চারু ও কারুকলা বিষয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক নির্দেশিকার উদ্দ্যেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারা।
২. চারু ওকারুকলা বিষয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক নির্দেশিকার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারা।
৩. চারু ওকারুকলা বিষয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক নির্দেশিকায়. শিখনফল, বিষয়বস্তু ,শিখন শেখনো কার্যাবলি , পরিকল্পিত কাজ ও মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করতে পারা।

উপকরণঃ তথ্যপত্র,কারিকুলাম, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন, শিক্ষক নির্দেশিকা দুই খন্ড,হোয়াইট বোর্ড, মাস্কিন টেপ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

কাজ-১ শিক্ষক নির্দেশিকার উদ্দ্যেশ্য সনাক্ত করা।
সহায়কের কাজ : শিশুতোষ গানের মাধ্যমে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে অংশগ্রহণকারীগণকে চারটি দলে বিভক্ত করুন।দলে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রদান করুন। দলীয় আলচনার মাধ্যমে শিক্ষক নির্দেশিকার উদ্দ্যেশ্য নোট খাতায় লিখতে বলুন। আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।তথ্যপত্রে উল্লেখিত উদ্দ্যেশ্য মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন।

কাজ ২ -শিক্ষক নির্দেশিকার বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা।
সহায়কের কাজ : জোড়ায় শিক্ষক নির্দেশিকা প্রদান করুন। জোড়ায় আলচনার মাধ্যমে শিক্ষক নির্দেশিকার বৈশিষ্ট্য নোট খাতায় লিখতে বলুন। আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন। তথ্যপত্রে উর্েরখিত বৈশিষ্ট্য মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন।

কাজ ৩- শিখনফল, বিষয়বস্তু ,শিখন শেখনো কার্যাবলি ,পরিকল্পিত কাজ ও মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করা।

সহায়কের কাজ : অংশগ্রহণকারীগণকে পাঁচটি দলে বিভক্ত করুন।পাঁচ দলকে পাঁচ শ্রেণির উপর প্রত্যেক দলকে দুইটি পাঠের শিখনফল, বিষয়বস্তু,পরিকল্পিত কাজ,মূল্যায়ন লিখতে বলুন। লেখা শেষে প্রত্যেক দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। পাঠ উপস্থাপনের সময় শিক্ষক নির্দেশিকার বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করবেন। পাঠদানের সময় শিক্ষক, শিক্ষক নির্দেশিকা কীভাবে ব্যবহার করবেন তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে স্পষ্ট করবেন।

তথ্যপত্র-২(দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য)

শিক্ষক নির্দেশিকার পরিচিতি ঃ

ভূমিকাঃ

শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ ও আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষে চারু ও কারুকলা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত চারু ও কারু কলা বিষেয় নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক না থাকায় এ বিষয়ে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতার আলোকে বিষয়বস্তু, শিক্ষকের পরিকল্পিত কাজ এবং মুল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিবরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নির্দেশিকাটি শিক্ষককে পাঠদানে সার্বিক ভাবে সহযোগীতা প্রদান করবে।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক নির্দেশিকার উদ্দ্যেশ্য ঃ

চারু ও কারু কলা চর্চার মাধ্যমে শিশুর সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা বিকাশে শিক্ষক কী ভাবে ভূমিকা রাখবেন তার নিমিত্তে এ নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে।

শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ।

নান্দনিক বোধ জাগ্রত করা।

সুনিয়ন্ত্রিতভাবে হাতের পেশি সঞ্চালন।

আন্তব্যক্তিক মানসিকতা গড়ে তোলা।

সকল কাজে সতস্ফুর্ত অংশগ্রহণে আগ্রহী করে গড়ে তোলা।

নিজেকে ও নিজ পরিবেশ গুছিয়ে/পরিপাটি করে রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা ।

পরিবেশ সম্পর্কে গভীর অনুধাবন।

বিষয়বস্তু পাঠদান পদ্ধতি কৌশল সটিকভাবে প্রয়োগ, পরিকল্পিত কাজ ও মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে ধারনা প্রদান।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির চারু ও কারুকলার শিক্ষক নির্দেশিকার বৈশিষ্ট্য।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির জন্য একটি এবং চতুর্থ শ্রেণির ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য একটি, মোট দু'খন্ডে বিভক্ত।

প্রতিটি অধ্যায়ে পাঠ বিভাজন করা আছে।

প্রতিটি পাঠে নির্ধারিত শিখনফলের উপর বিষয়বস্তু, পরিকল্পিত কাজ ও মূল্যায়নের ধারণা বিধৃত করা আছে।

প্রতিটি পাঠের উপর ভিত্তি করে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি (রঙ্গিন) সংযোজন করা হয়েছে।

ছবিগুলো নিজের দেশ ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করে আঁকা।

বাংলাদেশের পাঁচজন প্রথিতযশা চিত্র শিল্পীর ছবি সংযোজন করা হয়েছে।

ছবি আঁকার উপকরণের সচিত্র বিবরণ দেয়া আছে।

পাঠ উপস্থাপন কৌশল

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতার আলোকে নির্ধারিত শিখনফলের আলোকে পাঠ বিভাজন করা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণিতে দশট (১০) টি অধ্যায়ে মোট ২৪টি পাঠ নির্ধারণ করা আছে। তার মধ্যে চারু কলার পাঠ ১৯টি এবং কারু কলার পাঠ ৫টি। উল্লেখ্য যে, কয়েকটি পাঠে চারু ও কারু কলা সমন্বিতভাবে দেখা যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১০টি অধ্যায়ে মোট ২৪ টি পাঠ আছে। তার মধ্যে চারু কলার ১৯টি এবং কারু কলার ৫টি পাঠ আছে।

তৃতীয় শ্রেণিতে ১১টি অধ্যায়ে মোট ৪৪টি পাঠ আছে। তার মধ্যে চারু কলার ৩৪টি ও কারু কলার ১০টি পাঠ আছে।

চতুর্থ শ্রেণিতে ১৩টি অধ্যায়ে মোট ৪৪টি পাঠ আছে। তার মধ্যে চারু কলার ৩৫টি এবং কারু কলার ৯টি পাঠ আছে।

পঞ্চম শ্রেণিতে ১৩টি অধ্যায়ে মোট ৫০ টি পাঠ আছে। তার মধ্যে চারু কলার ৩৬টি এবং কারু কলার ১৪টি পাঠ আছে।

অধিবেশন -৩

শিরোনামঃ প্রদর্শন পাঠ
সময়- ৪০

উদ্দেশ্য : ১. চারুকলার পাঠদান প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে জানা
২. কারুকলার পাঠদান করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবহার, প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
উপকরণ : চারু কলা– কার্টিজ পেপার, জলরং, তুলি, পেন্সিল কাটার, রাবার, কালার প্লেট প্রভৃতি।
কারু কলা– কাদামাটি, ছুরি, চামচ, কাটার, তার প্রভৃতি।
কাজ-১ : চারুকলার প্রদর্শন পাঠ উপস্থাপন।
শ্রেণি : ৫ম
শিখনফল : ২.১.২ পরিচিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য স্মৃতি থেকে আঁকতে পারবে।

পাঠ উপস্থাপন : প্রথমে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পূর্বে জল রং এ আঁকা কয়েকটি ছকি মাল্টিমিডিয়াতে প্রদর্শন করুন বা পূর্বের আঁকা ছবি প্রদর্শন করুন। সকল অংশগ্রহণকারী যাতে স্পষ্ট দেখতে পায় এরূপ জায়গায় দাঁড়িয়ে কার্টিজ পেপারে পেন্সিল দিয়ে একটি দৃশ্য আকুন। অতপর তিনটি ওয়াশের মাধ্যমে রং প্রয়োগ করে ছবি সম্পন্ন করুন। পরিশেষে প্রশ্নোত্তর এর মাধ্যমে ছবি আঁকা ও রং করার প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

কাজ-২ 'কারুকলার প্রদর্শন পাঠ উপস্থাপন '

শ্রেণি-৩য়
বিষয় : কারুকলা

শিখনফল ৮.১.১ কাদামাটি দিয়ে বাস্তব অনুকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গোলাকার ফল তৈরির মাধ্যমে শিশুর পর্যবেক্ষণ বস্তুর সঠিক আকার এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ উপস্থাপন : অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের কাজ শুরু করুন।
মাটি দিয়ে কিছু তৈরি করতে প্রয়োজন এঁটেল মাটি তা সকলকে বলুন। কিছু তৈরির পূর্বে মাটি কিভাবে কাঁকড়/ময়লা মুক্ত করে প্রস্তুত করে নিতে হয় তা দেখিয়ে দিন। এবার প্রস্তুত করা মাটি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে চেপে গোলাকার আকৃতি করে তাতে একটি কাঠি লাগিয়ে বোঁটা তৈরি করুন। এভাবে একটি গোলাকার ফল তৈরি হয়ে যাবে। এবার প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।
সকলকে অবগত করুন যে, মাটির কাজ শেষ করতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। প্রথম দিনই এটির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা যায় না। একদিনে কিছুটা শুকিয়ে গেলে এরপর চামচ/চাকু দিয়ে চেঁচে মসৃণ করে নিতে হয়। সর্বশেষে কাঠের চামচ বা চায়ের চামকের উল্টোদিক দিক দিয়ে ঘষতে থাকলে চমৎকারভাবে কাজটি চকচকে হয়ে উঠবে।
সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

অধিবেশন -৪
শিরোনামঃ অনুশীলন পাঠ
সময়- ৪০

উদ্দেশ্য : ১. চারুকলার পাঠদান প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন কৌশল আয়ত্ত্ব করা
২. কারুকলার পাঠদান করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবহার, প্রক্রিয়া ও কৌশল আয়ত্ত্ব করা।

উপকরণ : চারু কলা– কার্টিজ পেপার, জলরং, তুলি, পেন্সিল কাটার, রাবার, কালার প্লেট প্রভৃতি।
কারু কলা– কাদামাটি, ছুরি, চামচ, কাটার, তার প্রভৃতি।
কাজ-১ : চারুকলার পাঠ অনুশীলন।
সহায়কের কাজ : নির্বাচিত অংশগ্রহনকারিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে সংযোজিত নমুনা পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী অনুশীলনী পাঠের কৌশলগত ধারণা প্রদান করে পাঠ উপস্থাপনে সহায়তা করুন।

কাজ-২ : কারুকলার পাঠ অনুশীলন।

সহায়কের কাজ : নির্বাচিত অংশগ্রহনকারিকে প্রস্তুতকৃত মাটি ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সংযোজিত নমুনা পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী অনুশীলনী পাঠের কৌশলগত ধারণা প্রদান করে পাঠ উপস্থাপনে সহায়তা করুন।

দুই মিনিটে পাঠ পর্যালোচনা করে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

নিম্নে চারুকলার একটি এবং কারুকলার একটি করে নমুনা পাঠ পরিকল্পনা দেওয়া হলো।

পাঠ পরিকল্পনা চারুকলা:

শ্রেণি: দ্বিতীয়	বিষয়: চারুকলা
বয়সের গড় - ৭ + শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৬০ জন (আনুমানিক) শিক্ষকের নাম:	সাধারণ পাঠ: ঘরবাড়ি, গাছপালা, মাঠ-নদী, ফুল-পাখী, নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যাদি বিষয় সর্ম্পকে শিশুর ধারনা থেকে নিজের মত করে ছবি আকা। বিশেষ পাঠ: ফুল অংকন(গোলাপ,জবা,নয়নতারা সূর্যমূখি)। সময়: ৪০ মিনিট।

শিখনফল:

৩.১.১ শিশুরা নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষন ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে শিখবে।

৩.১.২ ছবি আকার মাধ্যমে শিশু তার পর্যবেক্ষন ও কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে শিখবে।

পদ্ধতি: প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ, অংকন।

উপকরণ: কাগজ, পেন্সিল, রাবার, কাটার, রং মাল্টিমিডিয়া প্রভৃতি।

প্রস্তুতি: **সময়: ৫ মিনিট**

শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে প্রয়োজনবোধে অংকন পরিচালনার উপযোগী করে শ্রেণি বিন্যাস করবো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ করবো। প্রয়োজনীয় উপকরণাদি পরীক্ষা করে নিকট পরিবেশের কিছু ফল সম্পর্কে আলোচনা করব।

উপস্থাপনা:

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
পাঠ ঘোষণা ও উপকরণ প্রদর্শন করে কয়েকটি ফুলের ছবি এঁকে দেখাবো।	শিশুরা দেখবে।	৫ মিনিট

সবাই দেখতে পায় এমন জায়গায় কিছু বাস্তব ফুল রেখে পর্যবেক্ষণ করতে বলবো।	শিশুরা ২/৩ মিনিট ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবে।	৫ মিনিট

প্রয়োগ

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
পূর্বে দেখা ফুল শিশুদের পছন্দমত অভিজ্ঞতা ও কল্পনা থেকে ইচ্ছামত আঁকতে বলবো এবং এঁকে রঙ করতে বলবো।	শিশুরা কল্পনা থেকে খেয়াল খুশিমত ফুল আঁকবে ও রঙ করবে।	২০ মিনিট

মূল্যায়নঃ **সময় ১০ মিনিট**

নিরাময় মূলক ব্যবস্থাঃ

ছবি আঁকার সময় তুলনামূলক পিছিয়েপরা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ভাবে সহযোগিতা করবো। সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণি কক্ষ ত্যাগ করবো।

পাঠ পরিকল্পনা- কারুকলা :

শ্রেণি: তয়	বিষয়: কারুকলা
বয়সের গড় - ৮ + শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৬০ জন (আনুমানিক) শিক্ষকের নাম:	সাধারণ পাঠ: কাঁদামাটির সাহায্যে শিশুর মনের ভাব প্রকাশ। বিশেষ পাঠ: মাটি দিয়ে খেলনা, আম, কলা, পুতুল তৈরি। সময়: ৪০ মিনিট।

শিখনফলঃ

৮.১.১ কাদামাটি দিয়ে বাস্তব অনুকরনের মাধ্যমে বিভিন্ন গোলাকার ফল তৈরীর মাধ্যমে শিশুর পর্যবেক্ষণ বস্তুর সঠিক আকার এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

উপকরণঃ মাটি, পলিথিনের ব্যাগ, বাঁশের ছোট ছোট ২/৩টি কাঠি, চায়ের চামচ।

পদ্ধতিঃ প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ,প্রশ্নোত্তর, অনুশীলন।

প্রস্তুতিঃ **সময়ঃ ৫ মিনিট**

শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে প্রয়োজন বোধে মাটির কাজ পরিচালনার উপযোগী করে শ্রেণি বিন্যাস করবো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ করে মাটি প্রস্তুতির নিয়ম বলে দিবো।

উপস্থাপনঃ

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
কীভাবে মাটির কাঁকর/ময়লা বেছে মাটি ফেটে নিতে হয় তা করে দেখাবো।	শিক্ষার্থীরা দেখবে এবং সেই অনুযায়ী মাটি তৈরি করবে।	৫ মিনিট
শিশুদের মাটি দিয়ে খেয়াল খুশিমত খেলনা, আম, কলা, পুতুল, বল প্রভৃতি বানাতে বলবো। শিক্ষার্থীদের কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবো।	শিশুরা মাটি দিয়ে নিজেদের পছন্দমত জিনিস (খেলনা, আম, কলা, পুতুল, বল) বানাবে।	২৫ মিনিট

প্রয়োগঃ

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়
শিশুদের মাটি দিয়ে খেয়াল খুশিমত খেলনা, আম, কলা, পুতুল, বল প্রভৃতি বানাতে বলবো। শিক্ষার্থীদের কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবো।	শিশুরা মাটি দিয়ে নিজেদের পছন্দমত জিনিস (খেলনা, আম, কলা, পুতুল, বল) বানাবে।	২৫ মিনিট

মূল্যায়নঃ **সময় : ৫ মিনিট**

নিরাময় মূলক ব্যবস্থাঃ প্রশিক্ষণার্থীদের কাজ চলাকালীন সময়ে ব্যক্তিগত ভাবে দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত পূর্বক সহায়তা দিবো।

মূল্যায়ন সংক্রান্ত অধিবেশন

অধিবেশনের শিরোনাম : চারু ও কারুকলার মূল্যায়ন

সময় : ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য : মূল্যায়ন সংক্রান্ত সাধারন নির্দেশনা, মূল্যায়নের ধরণ,ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয় ও মূল্যায়ন টুলস,নম্বর বিভাজন ও নম্বর প্রদানে অনুসরনীয় নীতিমালা,মূল্যায়ন সংক্রান্ত পরিভাষা জানা এবং ব্যাখ্যা করতে পারা।

উপকরণ : মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, মাল্টি মিডিয়া,পোষ্টার পেপার, গ্লুস্টিক,মাসকিন টেপ প্রভৃতি।

কাজ -১ : মূল্যায়ন সংক্রান্ত সাধারন নির্দেশনা ও মূল্যায়নের ধরণ জানা ও বলতে পারা।

কাজ -২ : ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয় ও মূল্যায়ন টুলস জানা ও ব্যাখ্যা করতে পারা।

কাজ -৩ : নম্বর বিভাজন ও নম্বর প্রদানে অনুসরনীয় নীতিমালা,মূল্যায়ন সংক্রান্ত পরিভাষা জানা এবং ব্যাখ্যা করতে পারা।

সহায়কের কাজ : সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মূল্যায়ন সংক্রান্ত ভূমিকা মূল্যায়নের ধরণ,ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে নম্বর বিভাজন ও মূল্যায়ন টুলস এবং রের্কড সংরক্ষণ প্রভৃতি উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা প্রদান করুন। অংশগ্রহনকারীগণকে ৩টি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলে মূল্যায়ন নির্দেশিকার কপি প্রদান করুন। অতঃপর ৩টি দলে তিনটি কাজ প্রদান করুন।, মাল্টি মিডিয়ায় প্রদর্শণের ল্যাপটপ/পোষ্টার পেপারে দলীয় কাজ লিখে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন। প্রত্যেক দলকে সময় সম্পর্কে অবগত করুন। দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষে প্লেনারি আলোচনার মাধ্যমে ধারনা সুস্পষ্ট করুন।